ইত্তেফাক

তারিখ 04 FEB 1986
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

দেশের কয়েকটি স্থান হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পাঠ্যপুস্তক লইয়া নানা দুর্নীতি, অনিয়ম ও সঙ্কটের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় শিক্ষক ও শিক্ষাবিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেই প্রধানতঃ এই অভিযোগ আসিয়াছে।

দোহাজারী সংবাদদাতা জানান, লোহাগড়া উপজেলার আধুনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রদত্ত পাঠ্যপুস্তক কালোবাজারে বিক্রয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে চাঁদার নামে অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় অতিরিক্ত পাঠ্য পুস্তকের সরবরাহ নিয়া অতিরিক্ত পুস্তকগুলি স্থানীয় একটি ষ্টোরে বিক্রয় করিয়া দেয় এবং বাকী পাঠ্য পুস্তকগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ

(৩য় পৃঃ পর)

ধ্যে বিতরণকালে ১ম শ্রেণীতে টাকা, ২য় ও ৩য় শ্রেণীতে ৮ াকা এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে াথাপিছু ১০ টাকা করিয়া অর্থ াদায় করেন এবং গৃহীত অর্থ াদা হিসাবে নেওয়া হয় মর্মে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একটি করিয়া াদার রসিদও প্রদান করেন।

এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন কোন অভিভাবক উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তথা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ করার পরও কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই।

যোগাযোগ করা হইলে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করেন।

এদিকে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ছুটিতে থাকায় তাঁহার কোন বক্তব্য পাওয়া যায় নাই।

বই কালোবাজারী ।। শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নারায়ণগঞ্জের সংবাদদাতা জানান, গত ২৭শে জানুয়ারী সোনারগাঁও উপজেলার ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব নজরুল ইসলাম শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় হইতে তালিকা বহির্ভূত সাড়ে ৩ লাখ টাকা মূল্যের ৭ হাজার ১৯৫ সেট বই উদ্ধার করেন। ইতিপূর্বে শিক্ষা অফিসার সরকারকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট ২ হাজার ৫৫৮ সেট বই রহিয়াছে। কালোবাজারে বই বিক্রির সংবাদ পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট গুদাম তদন্তে যাইয়া উক্ত বই আটক করেন। এই ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমঙ্গল সংবাদদাতা তারযোগে জানান, সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে দেশের সর্বত্র প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শেষ হওয়ার কথা থাকিলেও শ্রীমঙ্গলে তাহা এখনও শুরুই হয় নাই। স্থানীয় শিক্ষা বিভাগ জানাইয়াছে যে, এই উপজেলার ৬৪টি স্কুলের ১৯ হাজার প্রাথমিক ছাত্র বই অভাবে পড়াশোনা শুরু করিতে পারিতেছে না। জানা গিয়াছে যে, শিশু শ্রেণী এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন বই এখানে আসে নাই। তৃতীয় শ্রেণীর ৩০ সেট ও পঞ্চম শ্রেণীর ৩৮ সেট বই কম সরবরাহ হওয়ায় উপজেলা পরিষদ বই বিতরণ শুরু না করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে।

বিনা মূল্যে পুস্তক বিতরণ

নেত্রকোনার সংবাদদাতা জানান, নেত্রকোনায় নব প্রতিষ্ঠিত আবু আব্বাছ কলেজের গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের মাঝে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণের এক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হইয়াছে। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আবু আব্বাছ (কেনু মিয়া) ইতিমধ্যে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে ২৫ সেট বই বিনামূল্যে দান করিয়াছেন।